চন্দ্রগুপ্ত - ঐতিহাসিকতা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে নাট্যকারের কল্পনা ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্মিলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত পুরাণ ও গ্রীকদের রচনা থেকে এই নাটকের তথ্যসূত্র গৃহীত।

ঐতিহাসিক স্মিথ 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রসঙ্গে বলিয়াছেন — চন্দ্রগুপ্ত নির্বাসনকালে মুদ্রাপ্রাপ্ত এবং পলাতকরূপে উপজাতির সাহায্যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তাঁর অসীম মগধরাজকে যুদ্ধে নিহত করে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এছাড়া আরও একটি তথ্য আমরা তাঁর রচনায় পাই, চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য অধিকার করেন।

'Early History of India' গ্রন্থে ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন —

'There is no doubt that the last of them was deposed by Chandragupta who seems to have been an illegitimeted son of the family.'

ঐতিহাসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর চন্দ্রগুপ্ত নাটকে অমাত্য ছিলেন। চাণক্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা আসমুদ্র ভারত অধিকারে চন্দ্রগুপ্তকে প্রেরণা দেয়। পুরাণের মতে এই যে চন্দ্রগুপ্ত, তাঁর লক্ষ্য ছিল এক বাহিনীর সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করেছিলেন। স্মিথ চন্দ্রগুপ্তকে বলেন - 'Universal monark of India', ভারতের প্রথম ঐক্যের (প্রথম অঙ্ক) জনক বলে বর্ণিত করেছেন -

"মহামতি চন্দ্রগুপ্ত তুমি স্বীয়বাহুবলে হিন্দুকুশ হতে মহীশূর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য" স্থাপন করেছ" —

এই স্মিথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কথা কল্পনা নয়, তা ইতিহাসেরই অনুসরণ।

সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন ও শোচনীয়ভাবে তার হাতে পরাজিত হন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের সাথে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল ও হয়তো যে হেলেন বা চন্দ্র মায়ের মায়া, ভারতের নারী নীতির দৃঢ় সম্মানদাতা এই বংশের সন্তান যে কর্মী হবেন - এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।